লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, রবিবার, ১৪ জানুয়ারি, ২০১৮
Port Blair • Sunday • January 14, 2018
Arthik Lipi, Page 4

সুষ্ঠু রাজনৈতিক বাতাবরণও একটি দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং সেটাই কাম্য

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে এরাজ্যের খোদ রাজধানীর বুকে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল বিজেপি ও তৃণমূল। জোড়াবাগান ও সেন্ট্রাল এভিনিউ এই দুই জায়গায় সংঘর্ষের দায় অবশ্য একে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়েছে দুই দল। কিন্তু সত্যটা হল এই যে, একটি দল এই দেশে শাসকের ভূমিকায় এবং অপর দলটি রাজ্যে শাসকের ভূমিকায়। এধরণের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ। সংঘর্ষের হাত রেহাই পায়নি ঘটনাস্থলে থাকা একাধিক গাড়িও। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা এখন এদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে। যা অবশ্যই আশঙ্কার বিষয়। আর সেজন্যই শাসকদলের(দেশের বা রাজ্যের) এহেন আচরণ যারপরনাই শঙ্কিত করছে এপ্রজন্ম থেকে শুরু করে আগামী প্রজন্মকেও। ভবিষ্যতে ভারতে রাজনীতির চেহারা কেমন হবে, বা আদৌ সুস্থ রাজনীতির দ্বারা এই দেশ, দেশের মধ্যে রাজ্যগুলি পরিচালিত ও শাসিত হবে কিনা সেটাই এক জ্বলন্ত প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সাধারণ মানুষ চাইছেন দেশ দূর্নীতিমুক্ত যেমন হোক তেমনই অসুস্থ ও অশান্ত রাজনীতি বিবর্জিত হোক। উন্নয়ন, প্রগতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে সুষ্ঠু রাজনৈতিক বাতাবরণও একটি দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং সেটাই কাম্য।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

(২)–চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।
কিবা অনুপম ভাতি, মোহনমূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন।।
নব রাগে রঞ্জিত, কোটি শশী-বিনিন্দিত।
কিবা বিজলি চমকে সেরূপ আলোকে পুলকে শিহরে জীবন।।
হৃদি কমলাসনে, ভাব তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন।
চিদানন্দ-রসে ভক্তিযোগাবেশে হওরে চির মগন।।

ডাক্তার একাগ্রমনে শুনিতেছেন। গান সমাপ্ত হইলে বলিতেছেন, 'চিদানন্দসিন্ধুনীরে, ঐটি বেশ!' ডাক্তারের আনন্দ দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন–"ছেলে বলেছিল, 'বাবা,একটু (মদ) চেখে দেখ তারপর আমায় ছাড়তে বলত ছাড়া যাবে।' বাবা খেয়ে বললে, 'তুমি বাছা ছাড় আপত্তি নাই কিন্তু আমি ছাড়ছি না।' (ডাক্তার ও সকলের হাস্য)।

"সেদিন মা দেখালে দু'টি লোককে। ইনি তার ভিতর একজন। খুব জ্ঞান হবে দেখলুম,--কিন্তু শুষ্ক। (ডাক্তারকে, সহাস্যে) কিন্তু তুমি রোসবে।"

ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন।

একত্রিংশৎ খণ্ড
কাশীপুরে উদ্যানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে।

দিনপঞ্জিকা

২৯ পৌষ, ভাঃ ২৪ পৌষ, **১৪ জানুয়ারী**, ২৯ পুহ, সংবৎ ১৩ মাঘ বদি, ২৬ রবিঃ সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৬, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৭। **রবিবার,** ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ৩।৭ মিঃ। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র দিবা ঘ ২।৩৩ মিঃ। বৃদ্ধিযোগ দিবা ঘ ৮।৪৮ মিঃ। গরকরণ, দিবা ঘ ২।৭ গতে বণিজকরণ, রাত্রি ঘ ৩।৭ গতে বিষ্টিকরণ। **জন্মে**–বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ঘ ২।৩৩ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা, **মৃতে**– একপাদদোষ। **বারবেলাদি** ঘ ১০।২৬ গতে ও ১।৭ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১।২৬ গতে ও ৩।৬ মধ্যে। **যাত্রা**-নাই, দিবা ঘ ২।৩৩ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ঘ ১১।৩১ গতে পূর্ব্বে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ঘ ৩।৭ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**- দিবা ঘ ১১।৪৬ গতে দীক্ষা। **বিবিধ**– ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ঘ ৩।৭ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। পূর্ব্বাহ্ন ঘ ৯।৫৯ মধ্যে নিম্বার্কসসম্প্রদায় মতে একাদশীর পারণ ও গোস্বামীমতে পক্ষবর্দ্ধিনীমহদ্বাদশী ব্রতের পারণ। **মেরুত্রয়োদশী (জৈন)।** শেষরাত্রি ঘ ৪।৫০ গতে **পরারুণোদয়ে রটন্তীচতুর্দ্দশী স্নান, যমাদর্শন কমানায় গঙ্গাস্নান কর্ত্তব্য। স্নানান্তে চতুর্দ্দশ যতমর্পণ। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি ঃ**– দিবা ঘ ১১।৪৬ গতে সংক্রন্তিকৃত্য ও স্নানদানাদি এবং অনধ্যায়। রাত্রিদণ্ডে সায়ংসন্ধ্যা কর্ত্তব্য। **প্রদোষে** সন্ধ্যা ঘ ৫।৭ গতে রাত্রি ঘ ৬।৪৩ মধ্যে **শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। মকর সংক্রান্তি। পৌষপার্ব্বন। আচারবশতঃ সোদর ব্রত। গোস্বামীমতে দধি সংক্রান্তি ব্রত। মকরাদি স্নান। মকর সংক্রমণারম্ভকল্পে মাঘকৃত্যারম্ভ।** পৌষ সংক্রান্তি। শ্রী শ্রী গঙ্গদেবীর আবির্ভাবোলক্ষ্যে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নানদানাদি এবং কপিলমুণির আশ্রম দর্শনলাভ ও পূজা। গঙ্গাসাগর মেলা। ঘাটাল সদরঘাটে মকরস্নান এবং মাঘমাসাদি প্রত্যহ প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানাদি কর্ত্তব্য। মাঘবিহু-ভোগালি উৎসব (অসম)। শ্রীশ্রীটুসু পূজা (অসম)। শ্রীশ্রীবাস্তু পূজা। পোঙ্গল (তামিলনাড়ু)। তাইপোঙ্গল (কেরল)। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী অন্নদাঠাকুরের সিদ্ধিলাভের উৎসব। বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর তিরোধান দিবস। **অমৃতযোগ**–দিবা ঘ ৭।৫ গতে ও ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ২।৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৪২ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ১।৫৫ মধ্যে ও ২।৪৯ গতে ৬।২৬ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**–রাত্রি ঘ ৩।৩৬ গতে ৪।১৯ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৯ পৌষ, ভাঃ ২৪ পৌষ, **১৪ জানুয়ারী,** ২৯ পুহ, ২৬ রবিঃ সানি, উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।৭। রবিবার, ত্রয়োদশী রাঃ ঘঃ ৩।৭।
২৮ পৌষ পীর হজঃ বাবন শাহের উরস, ৩ সপ্তাহ মেলা, শাঁকশহর, ভাঙর। ২৪ পরগণা (দক্ষিণ) পৌষের শেষে সুফি মাদার শাহ (রহঃ) ওরস, আমতা হাওড়া।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

তান্ত্রিক ক্রিয়া ও তন্ত্রসাধনা

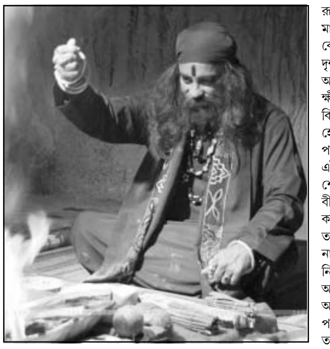

অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ

তন্ত্রসাধনা সবটাই গোপন, গুরুমুখীবিদ্যা। সিদ্ধ তান্ত্রিক কৌল গুরু হচ্ছেন সদ্‌গুরু। তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে ক্রিয়াকর্ম করতে হয়। তন্ত্র সাধনা তিন প্রকার ঃ- ১। শুদ্ধাচার - অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইভাবে সাধনা করতে হয়। ২। পশ্বাচার - মারণ, উচাটন, শুম্ভন, বশীকরণ ইত্যাদি। এতে প্রত্যবয় হয়। কিন্তু নিজের দেহে ফল বর্তায়। এই পঞ্চ 'ম' কারের সাধন করতে গিয়ে বেশির ভাগ সাধকই পক্ষাঘাতগ্রস্থ, উন্মাদ হয়ে যায় ও আত্মহত্যা করে থাকে। ৩। বীরাচার - রমণী সঙ্গে থাকে না করে রমণ। স্ত্রী লোকের সাথে রমণ করে তাকে তৃপ্ত করা বড় কঠিন। যদি এক ফোঁটাও বীর্যপাত হয় তৎক্ষনাৎ পতন হয়।

তন্ত্রসাধন (বীরাচার) খুব নির্ভীক হতে হয়। শবের বুকের উপর বসে সাধনা করতে হয়। এই শব 'হাঁ' করে ভয় দেখিয়ে সাধন ভঙ্গের চেষ্টা করে। সেই জন্য তার মুখে ছোলাভাজা, চালভাজা দিতে হয়, যাতে তার মুখ বন্ধ হয়। আমাদের সংসারের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। আগে অভাব অভিযোগ মিটিয়ে সাধনা করতে হয়। নচেৎ সব সাধন ভজনই নষ্ট হবে। শবসাধনের শেষে গুরু শিষ্যকে ইষ্ট দর্শন করিয়ে ইষ্টে লীন হয়ে যান। শিষ্য দেখে গুরু ও ইষ্ট একাকার।

তন্ত্রে একসঙ্গে যোগ ও ভোগের কথা বলা হয়েছে। উপনিষদের যুগে জ্ঞানযজ্ঞ। তন্ত্রযুগে জপযজ্ঞ বা নাম যজ্ঞ। 'কলিতে তন্ত্রমত।' নিরাকার সাধনা বড় কঠিন। অব্যক্ত ব্রহ্মে মন রেখে সাধনা বড় কঠিন ব্যাপার। তাই 'মা' 'মন্ত্র' করে ব্রহ্মের চিৎশক্তিকে ধরতে হয়। শক্তি বলতে জীবাত্মা। ব্রহ্ম ও শক্তি যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি - অভেদ। মাংস ভক্ষণে দোষ নেই, মদ্যপানেও নেই, মৈথুনেও নেই। কেন না, এ মানুষের প্রবৃত্তি। কিন্তু নিবৃত্তেই মহাফলদায়ক।

তন্ত্র - (ত্রি,তন, ত্র)। তন-বিস্তার করা। শিব ও শক্তির উপসনা বিধায়ক শাস্ত্রবিধি। ঋষি শাস্ত্র নয়। বৌদ্ধধর্মের বিস্তার রোধ করবার জন্য পণ্ডিতগণের সৃষ্টি। সেজন্য শাস্ত্র প্রণেতার নাম নেই। মহাভারতে মহাত্মা অশ্মা জনক বংশীয় বিদেহ জারকে বলেছেন - "পরলোক কেহ কখন দেখেনি।"-(শান্তি-২৮)। তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হলে কুলার্ণব ও মহানির্বাণ তন্ত্র অবশ্য পাঠ্য। কুলার্ণবে বলা হয়েছে--"কে পরোক্ষ জানতে পারে?-(২/৯০, পৃ৫১)। কার কী হবে কে তা জানে? যা প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করে তাই উত্তম দর্শন। অপরোক্ষ পরমজ্ঞান আর প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কুলধর্ম প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বলে প্রামাণ্য।-(২/৮৮)। যার জন্মান্তরের পাপকর্মবন্ধন অধিক তার গুরুকৃপা লাভ হয় না ও কুলজ্ঞান জন্মে না। (২/৯৩)। মানুষ নিত্য ভক্তিভরে শৈব-বৈষ্ণব-সৌরাদি দর্শনের সেবা করে, কিন্তু তাদের সে চেষ্টায় কোন ফল লাভ হয় না। -(২/৯৫)। কলিতে কালী-শক্তির সাধনা চাই।-(পৃঃ৫২)। দীক্ষা ছাড়া মুক্তি নেই - এটি শিবাজ্ঞা। -(১৪/৩, পৃঃ৩৪১)।

তন্ত্র হচ্ছে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ দর্শন শাস্ত্র। তন্ত্র ও যোগ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের প্রচুর আগ্রহ দেখা যায়। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই অলৌকিক ক্রিয়া কর্মে বিশ্বাসী। এই অলৌকিক কর্ম হচ্ছে সিদ্ধি। বহু প্রকার সিদ্ধি আছে। বেশীর ভাগ সাধকের একটি মাত্র সিদ্ধি থাকে। এই সকল সিদ্ধিকে বলে সিদ্ধাইয়ের শক্তি যার প্রয়োগকে বলা হয় শক্তি। এই সিদ্ধাইয়ের শক্তি হচ্ছে মায়ার খেলা যা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। যেমন কচি শিশুকে চুষি কাঠি দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয় যাতে সে মাসে না চায়। অত্যন্ত হালকা মানের অজ্ঞান মোহগ্রস্ত ব্যক্তিগণ এইসব সিদ্ধাইয়ের শক্তি লাভের জন্য লালায়িত হয়। ফলে প্রকৃত অধিকারী না হওয়ায় অসিদ্ধ গুরুর পাল্লায় পড়ে বেশীর ভাগ সাধক পঞ্চমাকারে নেশাগ্রস্ত হয়ে উন্মাদ হয়ে যায় কিংবা আত্মহত্যা করে থাকে, ফলে সাত জন্ম আত্মহত্যা করতে হয়। মুক্তি হয় না। সেই অসিদ্ধ গুরুরও একই গতি হয়। সাতজন্মের পর গয় ও প্রেতশিলায় পিণ্ডদান করলে শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় তবেই এদের মুক্তির আশা থাকে। এই সব পতিত তান্ত্রিকের মুখমণ্ডলে বিকৃত দেখা দেয় যা জ্ঞানী ব্যক্তিগণ দেখতে পান এবং তৎক্ষণাৎ এদের পরিত্যাগ করে থাকেন।

তন্ত্র ও অর্থবেদের ষট্‌কর্ম - মারণ, মোহন, স্তম্ভন, উচাটন, বশীকরণ ও বিদ্বেষণ। এসব পশ্বাচার ক্রিয়া। এসবের দ্বারা ঈশ্বরলাভ হয় না। ঈশ্বর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। গীতা ও ভাগবতে এসমন্ধে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে-একটুও সিদ্ধাইয়ের শক্তি থাকলে ঈশ্বরলাভ হয় না। ঈশ্বর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। গীতা ও ভাগবতে এসম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে-একটিও সিদ্ধাইয়ের শক্তি থাকলে ঈশ্বরলাভ হয় না। সামান্য জাগতিক কামনা-বাসনা থাকলে ভগবান লাভ হয় না। কিন্তু সাধারণ সাধকগণ সেই শক্তি চায় যার দ্বারা সমাজে একটু প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। কিন্তু মানব জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ঈশ্বরলাভ তথা আত্মার সাক্ষাৎ বা ব্রহ্মজ্ঞান কিংবা নির্বাণ মুক্তি। যাঁরা শুদ্ধ সত্ত্ব তাঁদেরই তান্ত্রিকক্রিয়া ঠিকঠাক হয়।

সিদ্ধ কৌলগুরু ছাড়া তন্ত্র শেখা যায় না। কারণ তন্ত্রের সবটাই গোপন ও রহস্যাবৃত। সিদ্ধগুরুর উপদেশ মত চলতে হয়। নচেৎ পতন হয়। পাঁজিতে লেখা আছে বিশ আড়া জল। কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না। শাস্তের প্রকৃত মর্মার্থ সদ্‌গুরুর কাছ থেকে জেনে নিয়ে সাধন করলে তবেই গুরু কৃপায় সিদ্ধি লাভ হয়। গুপ্তধন লাভ করতে হলে যে জানে তার কাছ থেকে জেনে নিতে হয়। নচেৎ পশুশ্রম হয় মাত্র। তন্ত্রের ক্রিয়াকর্মের নির্দেশগুলিও ঐরকম গুপ্ত রহস্য। সব তান্ত্রিকই কামাখ্যার রক্তবস্ত্র নিয়ে কিংবা তারাপীঠে গিয়ে সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য ব্যস্ত। তারাপীঠ সিদ্ধপীঠ কিনা এবিষয়ে মতান্তর আছে। কারন মহর্ষি বশিষ্ট এখানে তারামন্ত্রে সিদ্ধ হতে না পেরে তারামন্ত্রের প্রতি অভিশাপ প্রদান করেন। ফলে ওই অভিশাপ কাটিয়ে তবেই মন্ত্র জপ করতে হয়। মন্ত্র ও ক্রিয়া সঠিক না হওয়ায় সাধককে প্রতব্যয়ে ভুগতে হয়। নিজের দৈহিক ও পারিবারিক ক্ষতি হয়ে থাকে।

তান্ত্রিক ক্রিয়া আজকাল সিদ্ধ হয় না। বর্তমান সময়ে এটা সম্ভব নয়। কারণ সিদ্ধ কৌলগুরুর অভাব। ফলে ক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না। বর্তমান সময়ে অনধিকারীরা তন্ত্র সাধনা করে। ফলে তাদের ক্রিয়া ব্যর্থ হয়। ষট্‌ক্রিয়া--মারণ, স্তম্ভন, উচাটন, বশীকরণ, বিদ্বেষণ ও মোহন--এইসব ক্রিয়া করতে গিয়ে পঞ্চাচারের পঞ্চমাকারের মোহে নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে তাদের পতন হয়। গ্রন্থ পড়ে তন্ত্র শেখা যায় না। কারণ তন্ত্রের সবটাই গুরুমুখী বিদ্যা। সিদ্ধগুরুর নির্দেশ মত চলতে হয়। নচেৎ পতন হয়। তন্ত্র ক্রিয়া অত্যন্ত গোপন। সদ্‌গুরু কেবল সৎশিষ্যকে এই গোপন সাধন শেখান। এটা শিবের অনুশাসন। মহানির্বাণ তন্ত্রে সাধককে ব্রহ্মভাব অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। আমিই ব্রহ্ম অর্থাৎ 'সোহহং' আমিই ঈশ্বর এই অদ্বৈতভাব লাভ হয়। এই অদ্বৈতভাবই তন্ত্র সাধনার মূল কথা। --মহানির্বাণ তন্ত্র। এইটি শিব বাক্য। মহাত্মা বামাখ্যাপা এই ভাবের বীরাচারী সাধক। রমণী তাঁর কাছে জননী। শ্রীরামকৃষ্ণেরও এই মাতৃভাবের সাধনা। ঈশ্বরকে মাতৃভাবে সন্তানরূপে আরাধনা করা। বামাখ্যাপার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়নি, কারণ তাঁর সিদ্ধাই ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধাইকে ঘৃণা করতেন। বামাখ্যাপা কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে যুগাবতার হিসাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। শব শাধনার শেষে গুর শিষ্যকে ইষ্টদর্শন করিয়ে ইষ্টে লীন হয়ে যান। শিষ্য দেখে গুরু ও ইষ্ট একাকার। এই হল সিদ্ধি।

কলিকালে তান্ত্রিক ক্রিয়া বড় কঠিন। যে সে লোক এসব সাধনা পারে না। তন্ত্রের ধর্ম বীরের ধর্ম। সংযমীর ধর্ম। যারা শুদ্ধস্বত্ত্ব তারাই কেবল তন্ত্রের কাজে (ক্রিয়াকান্ডে) বা সাধনায় সিদ্ধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ (লাটু-১১৩)

খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের সন্ধিকালে বাংলা তন্ত্রসাধনায় উত্তাল। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি বাংলায় তন্ত্রসাধক পন্ডিত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। তন্ত্র সাধনে এমন সব বস্তু ব্যবহার করা হয় যা সাধারণ মানুষকে শিহরিত করবে। পঞ্চমুণ্ডীর আসনে পাঁচটি প্রাণীর মাথা রাখা হয়, তার একটি নরমুণ্ড, এই আসনে বসে সাধক সাধনা করেন শ্মশানে চিতার পাশে, অথবা কোনও দুর্গম জায়গায়। তন্ত্র সাধনের একটি বিশেষ ব্যাপার হল শবসাধনা। অস্বাভাবিক কারণে মৃত একটি চণ্ডালের দেহ উত্তম শব। অমাবস্যার রাতে সাধক সেই শবের ওপর বসে নানাকরমের প্রক্রিয়ায় সাধন করে সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেন। শোনা যায় শব জাগ্রত হয়, তখন তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করার জন্য তার মুখে ছোলা ভাজা দিতে হয়। কারণ ক্ষুধার্ত শব সাধকেই খেয়ে ফেলতে পারে। তন্ত্রের অঘোরী শাখা আরও মারাত্মক। অঘোর হলেন মহাদেবের একটি রূপ। তাঁর পূজার পাথরে একটি মানুষকে উপুর করে শুইয়ে এক কোপে তাঁর গলা কেটে ফেলেন। দৃশ্যটি কল্পনা করা যাক--গভীর অরণ্য অথবা কোনও পর্বত গুহা, ক্ষীণ দীপালোক, ছায়া ছায়া কিছুমূর্তি, ভূমিতে প্রোথিত ত্রিশূল, হোমকুণ্ডে আগুন জ্বলছে, একটি পাত্রে বলিপ্রদত্ত মানুষটির শোণিত। এই সাধকরা মত্ত অবস্থায় এই শোণিত পান করবেন। যাঁরা বীজমার্গী তাঁরা এর সঙ্গে মিশ্রিত করবেন বীর্য। নারীর ঋতুস্রাবকে তাঁরা বলেন 'স্বয়ম্ভুকুসুম'। এটি নাকি শ্রেষ্ঠ পুষ্প। সিদ্ধ অঘোরীরা নিজেদের শরীর স্বহস্তে কর্তন করে অগ্নিতে বিসর্জন দেন। সেই অঙ্গটি আবার ফিরেও পান। এই তন্ত্রের পথে অনেকে পিশাচ সিদ্ধ হন। তখন তাঁর সঙ্গে একটি কি দুটি পিশাচ ঘুরে বেড়ান এবং তাঁর আদেশ পালন করেন।

আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা (মেক্সিকো) ইত্যাদি অঞ্চলে তন্ত্রের বিশেষ একটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যাকে বলে ভুডু বা ব্ল্যাক ম্যাজিক। মেক্সিকোতে বলে 'শ্যামানিজম'। এই সাধনের উদ্দেশ্য হল মারণ, উচাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন ইত্যাদি। অস্ট্রেলিয়ার একদল আদিবাসী এর চেয়েও বীভৎস সাধন করেন একত্রে, একটি পুতুলের বুকে মন্ত্র পড়ে একটি পিন বসিয়ে দিলেই কোথায় একজন কেউ মারা যাবেন। চারটি রাস্তার সংযোগস্থলে মানুষের মাথার চুল, কিছু ফুল, সিঁদুর লাল কাপড়ের টুকরো, দাঁড়কাকের পালক ইত্যাদি মধ্যরাতে ফেলে রাখতে হবে। কোনও পথচারী অসাবধানে পা ফেললেই তার মৃত্যু হবে আর একজন জীবন পাবে।

আমাদের এই বাংলায় নিশির ডাক বলে একটি ব্যাপার ছিল। মৃত্যুপথযাত্রী কোনও মানুষকে বাঁচাবার জন্য কোনও তান্ত্রিক গভীর রাতে একটি ডাব হাতে নিয়ে পথে নামতেন, ডাবের মুখটির কর্তিত অংশটি ঢাকনার মতো ডাবটির সঙ্গে সংলগ্ন। এই তান্ত্রিক অলৌকিক সুরে পাড়ার পথে পরিচিত মানুষের নাম ধরে তিনবার ডাকতেন। কেউ সাড়া দিলেই ডাবের মুখটি খপ করে ঢাকা দিয়ে দিতেন। উত্তরদাতার দেহ ছেড়ে তাঁর প্রাণ বন্দি হত ওই ডাবের জলে।

তান্ত্রিক, যাঁরা ভেলকি দেখান তাঁদের কাছে মানুষের পায়ের মোট একটি হাড় থাকে, বাদুড়ের কঙ্কাল তাকে, ধনেশ পাখির ঠোঁট থাকে, শৃগালের মাথা থাকে। কারণ তন্ত্র সাধন, প্রেত সাধন, পিশাচ সাধন খুব শৌখিন ব্যাপার নয়। কিছু হাড়গোড় রাখলেই দশ মহাবিদ্যার কোনও বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ ঘটে যাবে তাও নয়। এই সাধনে 'অভিষেক' বলে একটি কথা আছে। সিদ্ধগুরু শিষ্যকে প্রথমে অভিষেক করান তারপরে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যান। যেমন ভৈরবী করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে, তারাপীঠে বামদেবকে করেছিলেন তাঁর দুই গুরু। ত্রৈলঙ্গ স্বামীরও গুরু ছিলেন। এটি খুব সহজ কাজ নয়। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যেরও ব্যাপার নয়। এই সাধনকে বলা হয় কেউটে সাপ নিয়ে খেলা। বিক্রমাদিত্যের বেতাল ইচ্ছে করলেই রাজাকে শেষ করে দিতে পারত। প্রখ্যাত গবেষক সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন একটি সত্যঘটনার কথা বলেছেন- তাঁর এক আত্মীয় ডাকসাইটে দারোগা 'শব সাধনা' করতেন। একরাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে শ্মশানে গেলেন, উপযুক্ত শব প্রস্তুত। তিনি শবের ওপর বসলেন। শবাশ্রিত প্রেত তাঁর মুণ্ডটি মুচড়ে দিয়ে গেল। ঘাড় ভাঙা অবস্থায় একদিন পড়ে থেকে মারা গেলেন, দুচোখে বিভীষিকা দর্শনের আতঙ্ক। কলিতে বামাক্ষ্যাপার মতন সিদ্ধ কৌলগুরু হলে, তবে তন্ত্রের ক্রিয়া সফল হবে। নচেৎ নয়। কখনও সম্ভব নয়।

ডিজিটাল ভারতের সাফল্যের অন্যতম শর্ত ক্রেতাসাধারণের সুরক্ষা

সীতারাম দীক্ষিত

১ পর্ব

একটু শান্তি, একটু নিরাপত্তার জন্য কয়েকটি জিনিস হারাবেন না

পুরোনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল বলে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষাণার পর এক বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে। প্রধানমন্ত্রী সীমিত নগদনির্ভর অর্থনীতির স্বপ্ন দেখেছিলেন। সরকারের বিমুদ্রায়ণের সিদ্ধান্তে দেশের মানুষ অনলাইন আর্থিক লেনদেনে অভ্যস্ত হওয়ার তাগিদও অনুভব করেছিল। কিন্তু বাজারে ফের নগদ টাকা আসতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটাল লেনদেনে সামিল হওয়ার প্রবণতাও যেন আবার কমে গিয়ে আগের মতো অবস্থাতেই ফিরে এসেছে।

তবে এটা মানতেই হবে যে সাধারণ মানুষ আবার বেশি করে নগদে লেনদেন শুরু করলেও, ডিজিটাল বা সাংখ্যিক লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবস্থাপত্র, যেমন, BHIM (Bharat Interface for money), UPI (Unified Payment Interface), IMPS (Immediate Payment Transfer) এবং সমধর্মী অন্য সব উপায় সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। দরকার পড়লেই তৎক্ষণাৎ যাতে এই সব পথে হাঁটা যায়, তার জন্য তৈরি থাকতে চাইছেন সকলেই।

কর সংক্রান্ত ঝামেলা এড়াতে এবং অনলাইন ব্যবস্থাপত্রের ক্ষেত্রে কিছুটা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগার কারণে (সংবাদপত্রে প্রায়ই অনলাইন লেনদেনে কারচুপির অভিযোগের খবর পাওয়া যায়), বাজারে উপযুক্ত পরিমাণে নগদ ফের এসে যাওয়ার পরে সাধারণ ক্রেতা এবং ছোটোখাটো ব্যবসায়ীর অনেকেই ডিজিটাল লেনদেনের পথ থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছেন। তিন মাস ধরে অনলাইন লেনদেনে যে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তার সময়সীমা শেষ হওয়ার পর এক্ষেত্রে উৎসাহও অনেকটা কমেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, জালিয়াতি রোখা এবং কর সংক্রান্ত ঝুটঝামেলা দূর করার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরি। একটা বিষয় ভালোভাবে বোঝা দরকার, অনলাইন কেনা-বেচা বাড়ার অর্থ এই নয় যে, মানুষ এ ধরনের লেনদেনে পরিপূর্ণ আস্থা রাখছেন। এধরনের প্রক্রিয়া নির্ভরযোগ্য হবে এই প্রত্যাশাটুকু মানুষের রয়েছে–এটাই শুধু বলা যায়।

ক্রেতা এবং উপভোক্তার সুরক্ষা

পণ্য বা পরিষেবা সঠিক গুণমানের হবে এবং কোনও অসুবিধা হলে ন্যায়বিচার মিলবে, এই আশাটুকু পোষণ করার অধিকার সবারই রয়েছে। তা সম্ভব তখনই, যখন বিক্রেতা সংস্থাগুলির পণ্য বা পরিষেবার উৎকর্ষমান সুনিশ্চিত এবং জাতীয় স্তরে উপভোক্তার স্বার্থরক্ষা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট নীতি বিদ্যমান থাকবে। **ক্রমশ**

সম্পাদক সমীপেষু

শুধুই বলেই চলেছেন

প্রতিদিন খবরে দেখি, আবার খবরের কাগজগুলোতে পড়ি, যারা বিরোধিতার আসরে নেমে পড়েছেন, তাদের কাছে শুধু কথাটাই রয়েছে। অর্থাৎ তারা কেবল বলেই চলেছে। বর্তমানে মশার কারণে ডেঙ্গুর একটা প্রকোপ এসেছে। এই ডেঙ্গু থেকে কীভাবে মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায়। সেটা না করে শুধুমাত্র সমলোচনার ঝড় বইয়ে দিচ্ছেন। এই সমলোচনার পথটাকে ছেড়ে দিয়ে পথে নেমে মানুষের সাথে সহযোগিতা করার জন্য মাঠে নেমে পড়ুন। মানুষের পাশে থেকে মানুষের বন্ধু হবার অঙ্গীকার করুন। তবেই হবে আসল কাজ। ঐ মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভালো ভালো কথা বলবে হবে না। আর সমলোচনা করলে চলবে না। এতে মশার উপদ্রব কমে যাবে না। আমরা দেখছি না তো আপনারা মাঠে ময়দানে নেমে নিজেদের তুলে ধরছেন মানুষের সাথে। যদি কারোর প্রাণনাশ হয়, তখন তাদের বাড়ীর সদস্যদের সাথে কথা বলছেন। আর কথা বলার ছবিটা তুলে ধরছেন। তাহলে কি নিজেদের বিজ্ঞাপিত করেছেন? নিজেদের পরিচয়টা সবার কাছে তুলে ধরছেন আগামী দিনের কথা ভেবে? এই বিজ্ঞাপন দিয়ে কোনো লাভ হবে না। মাঠে ময়দানে নেমে পড়ুন। মানুষের অসুবিধার কথা মন দিয়ে শুনুন। আর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন একটা ভাল পরিবেশের জন্য। তবেই মানুষ ভালবাসাটাকে উজার করে দেবে। ব্লিচিং পাউডার, মশা মারা কামান, সাথে সাথে ঘন জঙ্গলে ভরা অঞ্চলগুলো যাতে বিপদমুক্ত হয়, তার জন্য আপনাদের ভূমিকাও থেকে যায়। কারণ আপনারাও এই বাংলার সন্তান। তাই বাংলার প্রতি ভালবাসা থাকাটা আবশ্যিক। আর বাংলার মানুষকে ভালবেসে তাদের একান্ত আপন করে নেওয়াটা খুব জরুরী। বাংলা ছবির সংলাপ বলে কোনো লাভ হবে না। যদি না মানুষের পাশে এসে বন্ধুসুলভ ব্যবহার করেন। একটু ভাবুন। সব উত্তর আপনাদের বিবেক দিয়ে দেবে।

বিবেক দে
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়